◆ ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

বিনামুগ ক্ষেত হতে সংগ্রহ করা খুবই অসুবিধা জনক। কেননা মুগকলাইয়ের সনাতন জাতগুলোর ফসল সাধারণত একসাথে পাকে না। ফলে একই সময়ে ফসল সংগ্রহ করা যায় না। তবে বিনামুগ-১, বিনামুগ-৩ ও বিনামুগ-৪-এর ফসল একসঙ্গে পাকে এবং একসাথেই সংগ্রহ করা সম্ভব। ফসল কাটার সময় গোড়াসহ গাছ না তুলে কাঁচি দিয়ে মাটির উপর পর্যন্ত গাছগুলো কেটে দেয়া ভালো। এতে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হবে। অতঃপর গাছগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ রোদে শুকিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্রঃ মাঠে বিনামুগ-১

চিত্রঃ মাঠে বিনামুগ-৩ ও বিনামুগ-৪

চিত্রঃ মাঠে পুষ্ট অবস্থায় বিনামুগ

সংকলন : কৃষিবিদ মো. রেজাউল হক
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট
কৃষি তথ্য সার্ভিস শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশনা, প্রচারণা ও মুদ্রণে
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

ডিজাইনার : শিল্পী নূর ইসলাম

৫০,০০০ কপি, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

বিনামুগ চাষ

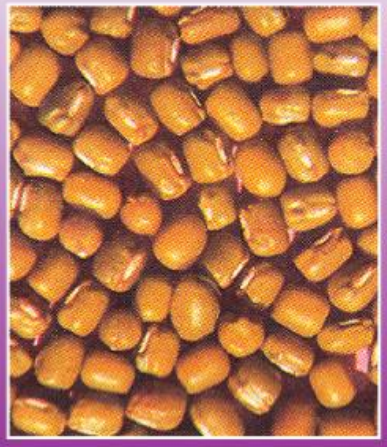

কৃষি তথ্য সার্ভিস
শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

বিনামুগ চাষ

◆ ভূমিকা :

বাংলাদেশের ডাল ফসলের মধ্যে মুগ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল। আমাদের অনেকেরই পছন্দের ডাল মুগ। আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক থেকে মুগ ডাল ফসলের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের সব জেলাতেই মুগডাল চাষ হয়ে থাকে। তবে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় এর চাষ বেশি হয়। মুগ মূলত খরিপ মৌসুমের ফসল হলেও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট রবি বা আগাম শীত মৌসুমে আবাদ যোগ্য মুগের কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করেছে। এগুলো হচ্ছে বিনামুগ-১, বিনামুগ-৩ ও বিনামুগ-৪।

◆ জাত তিনটির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনামুগ-১	বিনামুগ-৩	বিনামুগ-৪
হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (কেজি)	৯০০	১০২৫	১০৭৫
গাছের উচ্চতা (সেমি.)	৩৫-৫০	৩০-৩৫	২৮-৩২
জীবনকাল (দিন)	৯০-৯৫	৮০-৮৫	৭৫-৮০
রোগবালাই :			
* হলুদ মোজাইক	কম হয়	কম হয়	কম হয়
* পাতায় দাগ	কম হয়	কম হয়	কম হয়
* সাদা পাতা রোগ	কম হয়	কম হয়	কম হয়
* বিশেষ গুণ	ফল একসঙ্গে পাকে	ফল একসঙ্গে পাকে	গাছ ছোট, প্রতি হেক্টরে বেশি গাছ ও ফল এক সঙ্গে পাকে।

◆ চাষ পদ্ধতি

০ উপযোগী জমি

বেলে দো আঁশ ও দো-আঁশ জমিতে বিনামুগ বপনে অধিক ফলন পাওয়া যায়। জমি পানি নিষ্কাশনযুক্ত হতে হবে।

◆ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের আগে হেক্টরপ্রতি ৭৪ কেজি (বিঘায় ১০ কেজি) টিএসপি এবং হেক্টরপ্রতি ৫০ কেজি (বিঘায় ৭ কেজি) এমপি সার জমিতে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে একটি হালকা সেচ দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বীজ অঙ্কুরোদগমে ব্যাঘাত হতে পারে। কাদাযুক্ত জমিতে চাষ ছাড়াই বীজ বপন করতে হবে।

◆ বীজ বপন

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর ১৫ পর্যন্ত) সময়ের মধ্যে বীজ বপন করা দরকার। বিলম্বে বীজ বপন করলে ফলন কমে যায়।

◆ বীজের হার (কেজিতে)

জাত	বীজের পরিমাণ (হেঃ)	বীজের পরিমাণ (বিঘায়)
বিনামুগ-১	২০-২৫	২.৭-৩.৩
বিনামুগ-৩		
বিনামুগ-৪		

◆ বপন পদ্ধতি

বিনামুগ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজ বপনের পর ভালোভাবে মই দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিতে হবে। লাইনে বপন করলে এক লাইন থেকে অন্য লাইনের দূরত্ব হবে ৩০ সেমি. বা ১ ফুট। তবে বিনামুগ-৪ এর ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব হবে ২০ সেমি. বা ৮ ইঞ্চি।

◆ আন্তপরিচর্যা

আগাছা দমন

চারা গজানোর পরে জমিতে আগাছা দেখা গেলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে হালকাভাবে আগাছাগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বিনামুগ চাষাবাদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে জমিতে অত্যধিক পানির অভাব হলে অন্তত একবার সেচ দেয়া বাঞ্ছনীয়। এতে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

◆ রোগ ও পোকামাকড় দমন

বিনামুগে রোগের আক্রমণ সাধারণত হয় না। কাজেই ছত্রাকনাশক ব্যবহারেরও প্রয়োজন পড়ে না। তবে পাতায় দাগ রোগ, পাউডারি মিলডিউ এসব রোগের আক্রমণ খুব বেশি হলে ডায়াথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটারে ২ গ্রাম হারে) স্প্রে করতে হবে। পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করা যেতে পারে।

পাতায় দাগ রোগ

পাউডারি মিলডিউ